ভূমিকা

তিস্তা ও তোর্ষা বিধৌত জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি জনজাতির সম্মিলিত জীবনদর্শন। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ যেমন - রাভা, বোড়ো, টোটো, গারো ইত্যাদি ছাড়াও বসবাস করছেন রাজবংশী, নাথ, গেন্নাই, তেলি, নমঃশুদ্র, খ্যান ইত্যাদি এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি একটি ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করেছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারতবর্ষের প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠী অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনা ও আর্য ভাষার সম্মিলিত সহাবস্থান এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। তাই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন ও কৃষি সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতি জনজাতির তথা নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণপ্রবাহে পুষ্ট। এই ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করবার, বিশ্লেষণ করবার অন্যতম প্রয়াস এই প্রকল্পটি।

এই গবেষণা প্রকল্পের ভৌগোলিক সীমানা ২৫°৫৭´৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭°০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৬৮,৮০,৩২৮ জন (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। পুরুষ ৩০,২৩,২৩৯ জন, মহিলা ৩৮,৫৭,০৮৯ জন। আয়তন ৯৬১৪ বর্গকিলোমিটার। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে নদীবাহিত পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর। মাটিতে বালুর ভাগ বেশি থাকায় চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোথাও কোথাও নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের ভাগ লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণাংশে মাটির গঠন অপেক্ষাকৃত হালকা স্বাভাবিক, জলধারণ ক্ষমতা কম। ভূমিরূপের ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এতদঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন স্বতন্ত্র। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীবাহিত পলিমাটি যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এর নিচে আছে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা দ্বারা পরিপুষ্ট জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা মূলতঃ নদীমাতৃক। তিস্তা ও তোর্ষা ব্যতীত অন্যান্য অপ্রধান নদীগুলি হল - জলঢাকা, মানসাই, কালজানি, ডুডুয়া, গিলান্ডি, ধরলা, সংকোশ, রায়ডাক, ডায়না, গদাধর ইত্যাদি।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের মধ্যে ধান ও গমের উৎপাদন অন্যতম। এছাড়াও তন্তু জাতীয় ফসল পাট এই অববাহিকা অঞ্চলের অন্যতম অর্থকরী ফসল। তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একদা প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হত বলে জানা যায়। একদা এই তামাক রপ্তানি হত ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার)। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা

অঞ্চল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যদিকে এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এই কৃষিসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। কৃষিব্যবস্থার মূল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতি। কৃষিজীবনের সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের সূত্রটির সন্ধান এবং কৃষি সংস্কৃতির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এযাবৎ কোথাও লক্ষ্য করা যায় নি। তাই আমার গবেষণা কর্মে এতদঞ্চলের কৃষিজীবনের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মূল্যায়ণ করার জন্য উক্ত বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করেছি।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মিশনারীদের চেষ্টায় তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির চর্চা এবং সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ নানাভাবে দেখতে পাই; উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ক্ষমতাকে দৃঢ় করার জন্য এই কাজ করেছিলেন D.H.E. Sunder, W.W. Hunter, J.F. Grunning D. Maloi, H. Baverly প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাঁরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নানাভাবে সাংস্কৃতিক উপাদানকে তুলে ধরেছেন। গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৯০১ -এ ভাষা সমীক্ষা (L.S.I.) করতে গিয়ে তিস্তা তোর্ষা অববাহিকার ভাওয়াইয়া গানকেও সংগ্রহ করেছেন, যা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার রায়, চন্দ্রকুমার দেব, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রায় তিনদশক ধরে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত', 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকভাষা'। ড. শিশির মজুমদারের 'উত্তরবাংলার লোকনাট্য', 'উত্তরবাংলার লোকসমাজ', 'লোকনাট্য-নাটককথা', সুশীলকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি', ড. দিগ্বিজয় দে সরকারের 'লোকয়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ', ড. ফণীগোপাল পালের 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য' (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. শিবতপন বসুর 'পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি', (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. 'রমেন্দ্রনাথ অধিকারী'র 'কামরুপী উপভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা' (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ), ড. শচীন্দ্রনাথ রায়ের 'রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', ড. সুখবিলাস বর্মার 'ভাওয়াইয়া' এবং 'জাগগান', ড. সুবোধ সেনের 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন', ড. দিলীপকুমার দের 'কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত গবেষণাগুলির মধ্যে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির নানা উপাদানকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সন্নিবেশিত হলেও কৃষিজীবন তথা কৃষিসংস্কৃতির

উপর তেমন ভাবে আলোকপাত করা হয় নি। বলাবাহুল্য, কৃষিজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। এরূপ সূত্র সন্ধান থেকে উপরোক্ত গবেষকেরা বিরত থেকেছেন। সেইজন্য আমি আমার গবেষণা পত্রে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজীবন এবং লোকসংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রূপান্তরের তত্ত্ব এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

আমার গবেষণা প্রকল্পে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন, দৈহিক ক্রিয়াধর্মী উপাদান (নৃত্য, অভিনয়, খেলাখূলা ইত্যাদি), শিল্পধর্মী উপাদান (কারুকর্ম, চারুশিল্প, পোশাক, যানবাহন ইত্যাদি), বাগ্‌ধর্মী উপাদান (লোকভাষা, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি), প্রয়োগধর্মী উপাদনা (মন্ত্রগুপ্তি, চিকিৎসা, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি) প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এই্ গবেষণাকর্মে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের কৃষিসংস্কৃতি তথা কৃষিজীবনকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এই্ গবেষণা প্রকল্পের প্রথম অধ্যায়ে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক দিক থেকে এতদঞ্চলের একটি এলাকা (ডুয়ার্স) দীর্ঘকাল ছিল ভূটানের দখলীকৃত। অন্যদিকে কুচবিহার জেলা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট নির্দেশ করা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই্ অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - একেবারে দক্ষিণ অংশে তরুণ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি। মাঝে পাহাড়তলি বা উপত্যকা এবং একেবারে উত্তরে হিমালয়ের অনুচ্চ প্রস্তরময় পাহাড়ী বন্ধুরতা। অতঃপর সমাজজীবন, জনবিন্যাস এবং লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই্ অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বিষয় কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতি। বলা যায়, এই্ অধ্যায় থেকেই্ আমাদের গবেষণা প্রকল্পের শুভসূচনা। এই্ অধ্যায়ে সভ্যতার অগ্রগতিতে কৃষি ও উর্বরতাতন্ত্রের পটভূমিকা আলোচিত হয়েছে। সভ্যতার উষালগ্নে উর্বরতাতন্ত্রের ধারণা নানাভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রসঙ্গক্রমে, উর্বরতাতন্ত্র কি এ বিষয়ে বলতে গেলে বলা যায় যে সন্তান সন্ততির মাধ্যমে নিজের সম্প্রসারিত রূপটিকে দেখতে চাওয়া। আবার অন্যদিকে, ফসল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং উর্বরতাতন্ত্রের মূলে আছে কামনা, তা ফসলই্ হোক বা সন্তান সন্ততি। তাই্ ধরিত্রীর শস্য সম্ভব ক্ষেত এবং সন্তান সম্ভব নারীদেহ সমার্থক হয়ে ধরা পড়েছে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই্। অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে উর্বরতাতন্ত্রের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এই্ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তৎসঙ্গে কৃষিজীবনের সংস্কৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতির নৈকট্য কোথায় তা আলোচিত হয়েছে। আলোচনাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য কৃষি-যন্ত্রপাতি লাঙ্গল, জোয়াল, মই, বেধা, হাসকিনি, কাস্তে ইত্যাদি যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি মাছ শিকারের বিভিন্ন উপকরণ (খরা জাল, নাগা জাল, ছাপি জাল, টুঙ্গি জাল, টেপাই, পলো, জান ইত্যাদি), গৃহ আসবার পত্র, দৈনন্দিন জীবনের উপকরণাদি, খাদ্যাভাস, অলংকার, বসন-ব্যসন, পূজা-আরাধনায় ব্যবহৃত উপকরণাদি, বাস্তুচারণা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। লোকায়ত সংস্কৃতি তথা ব্রত, গান, পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে উক্ত কৃষি-সংস্কৃতির সম্পর্ক তথা নৈকট্যকে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কৃষি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে কৃষি সংস্কৃতির নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ লোকসংস্কৃতিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন, দৈহিক ক্রীড়াধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, বাগ্ধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি, প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি এবং বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতিতে কৃষি। প্রতিটি উপঅধ্যায়ে কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক তথা সাংস্কৃতিক সহাবস্থান কিভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দৈহিক ক্রীড়াধর্মী লোকসংস্কৃতির উপাদান অর্থাৎ ক্রীড়া, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদিকে কৃষিসংস্কৃতির নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন, তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে যে সমস্ত নৃত্যগীত প্রচলন আছে তার মধ্যে অন্যতম কার্তি পূজা। এই নৃত্যানুষ্ঠানে কৃষিসংস্কৃতি তথা ফার্টিলিটি কাল্ট কিভাবে প্রতীয়মান তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। দ্বিতীয় পর্বটি শিল্পধর্মী লোকায়ত উপাদান; যেমন, লোকায়ত শিল্পকলা, আসবাবপত্র, যানবাহন, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারিক উপকরণগুলির সঙ্গে কৃষি কিভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন কৃষিকাজের যন্ত্রপাতিগুলি কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনি এই যন্ত্রপাতিগুলি লোকায়ত জীবনের শিল্পকলার নান্দনিক বোধের পরিচয়। তৃতীয় পর্বে বাগ্ধর্মী লোকসংস্কৃতি যথা প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকগান ইত্যাদি উপাদানে কিভাবে কৃষিজীবন সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, কৃষি সম্বন্ধীয় নানা প্রবাদ-ধাঁধা আছে। এই উপাদানগুলিতে কিভাবে কৃষি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সংস্কার নিহিত আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ পর্বে প্রয়োগধর্মী শিল্পকলাগুলি কৃষিজীবনের সঙ্গে অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ মন্ত্র, তুকতাক, তাবিজ-কবচ, লোকঔষধ, লোকচিকিৎসা কিভাবে কৃষি তথা কৃষিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত

তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, কৃষিজাত অনেক ফসলই লোকায়ত সমাজ লোকঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ এই সকল ভেষজ কৃষিজাত ফসল কিভাবে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পঞ্চম পর্বে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানধর্মী লোকায়ত উপাদানগুলি কিভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। লোকায়ত সমাজের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসব, মেলা ইত্যাদির মধ্যে কৃষির যোগ অচ্ছেদ্য। সেই অচ্ছেদ্য বন্ধনকে বিশ্লেষণের দ্বারা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে মূল্যায়ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে সংগৃহীত উপাদানগুলি বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক ভাবনা লোকসংস্কৃতিকে যে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে তা তথ্যপূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায় পরিশিষ্ট। এখানে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সংগৃহীত উপাদানগুলি সংকলিত করা হয়েছে। যে উপাদানগুলি উক্ত অধ্যায়গুলিতে নানাক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সূত্রে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ সংকলিত উপাদানগুলির বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের নিরিখে কৃষিজীবন ও কৃষিসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে।

———— **** ————